বক্তব্য

জনাব হোসেন খালেদ, সভাপতি,
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

সৌজন্য সাক্ষাৎ

জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি.
মাননীয় শিল্পমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ঃ ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ ইং

স্থানঃ শিল্প মন্ত্রণালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

The first ISO certified
Chamber in Bangladesh

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি. এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, এর বক্তব্য।

তারিখ ঃ ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ ইং
সময় ঃ দূপুর ০১:০০ ঘটিকা
স্থান ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ;
- সাংবাদিক বন্ধুগণ;

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

প্রথমেই আমি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাতের জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দানের জন্য আপনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান শহীদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাসে স্মরণ করছি নাম জানা ও না জানা বীর শহীদদের এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল জাতীয় নেতাদের।

ঢাকা চেম্বার বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে দেশের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে প্রতিবছর World Accreditation Day পালন করে থাকে যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী হয়েছে। এছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক D-8 Ministerial conference আয়োজনে ঢাকা চেম্বার সক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ঢাকা চেম্বারের এসব কর্মকান্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগের পরিচয় বহন করে। ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের মধ্যে ৮০% হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা যেখানে GDP-তে এই ধরনের উদ্যোক্তাদের অবদান প্রায় ৭.৫%।

মাননীয় মন্ত্রী,

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিল্প খাতের উন্নয়ন অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে, জনগণের জীবন যাত্রার মান-উন্নয়ন, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে সরকার দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও নীতি যেমন, শিল্পনীতি-২০১০, এসএমই নীতি কৌশল-২০০৫, Geographical Indication Act-২০১৩ ইত্যাদি প্রণয়ন ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধনের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যবসায় ও শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আমরা আশা করি এ সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সে সাথে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন Industrial Design Act, Patent Law সহ অন্যান্য খসড়া আইন ও নীতিসমূহ যাতে দ্রুত অনুমোদন করা সম্ভব হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সরকার **"শিল্পনীতি-২০১৫" নামে একটি যুগোপযোগী শিল্পনীতি** ঘোষণা করতে যাচ্ছে। শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে **"শিল্পনীতি ২০১৫"** পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। SME খাতের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন, BCIC, BSCIC, BSTI, BSEC, BAB, DPDT ইত্যাদি এর সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

মাননীয় মন্ত্রী,

বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত স্থানীয় শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ, যেখানে সুযোগ আছে সেখানে আমদানি-বিকল্প শিল্প স্থাপন এবং অধিকমাত্রায় রপ্তানীমুখী শিল্পের উন্নয়ন। দেশের উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প সহ সব ধরনের শিল্পের পরিবেশ-বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সামনে যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমি এখন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ হতে দেশের শিল্পোন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি ঃ

১. <u>বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহ</u> ঃ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাগণ প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে যন্ত্রপাতি আমদানি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অভাবে দেশের বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন হুমকির মুখে পড়েছে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খরচ বাড়ছে, প্রচুর শ্রম ঘণ্টা অপচয় এবং শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। এর ফলে নতুন বিনিয়োগ শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং অর্থনীতিতে প্রাণ চাঞ্চল্য তৈরিতে অবদান রাখতে পারছে না। **২০২১ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হলে জিডিপিতে সমগ্র শিল্প খাতের বর্তমান অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ (২০১৩-১৪*) থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।** এছাড়া ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো নতুন ১,২০,০০০ ক্ষুদ্র

ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৬১৬ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। **তাই আপনার মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে শিল্প খাতের অবদান বাড়াতে অবকাঠামো, অতিশীঘ্রই পুরানো এবং বিশেষ করে নতুন শিল্প-কারখানায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহ সহ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।**

এলাকা ভিত্তিক load shedding এবং সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করলে ব্যবসায়ীরা সময়সূচি অনুসারে কারখানা চালাতে পারবেন। এতে কিছুটা হলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষতি কমাতে সাহায্য করবে এবং জাতীয় গ্রিডের উপর চাপ কমবে।

২. <u>দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা</u> ঃ খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজ নির্মাণ, প্রকৌশল, ঔষধ, প্লাস্টিক, খেলনা, গৃহস্থালি সহায়ক সামগ্রী, IT & ITES, চামড়া ও রাসায়নিক শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় শিল্প চিহ্নিত করে আগ্রহী ও দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তাদের শুল্ক-কর ও Cash Incentive দানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে **দেশীয় শিল্পের সুরক্ষায় শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করা না হয় সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।**

৩. <u>**SME খাতের উন্নয়ন**</u> ঃ বাংলাদেশের মোট শিল্প ইউনিটের প্রায় ৮৫ ভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভূক্ত। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) উন্নয়ন।

SME খাতের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অর্থায়ন। এ অর্থায়ন সমস্যার সমাধান করা গেলে নতুন SME উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে যাদের কর্মচাঞ্চল্যে দেশের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হবে এবং দেশ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাই SME খাতের উন্নয়ন ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সুদের হার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০-১২ শতাংশে নিয়ে আসতে হবে।

বিদ্যমান ও সম্ভাব্য SME উদ্যোক্তাদেরকে তথ্য-পরামর্শ, দিক্-নির্দেশনা, ঋণ প্রবাহ, প্রযুক্তি জ্ঞান ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রভৃতি সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি এসএমই বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়কে সকলভাবে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী। **SME উন্নয়নে** SME Incubation Center ও Innovation Centre স্থাপনের বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

৪. <u>**শ্রমঘন শিল্প বিকাশ**</u> ঃ শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে আপনাকে অনুরোধ করছি। **এ ক্ষেত্রে যারা শুল্ক-কর ও ব্যাংক ঋণ নিয়ম মাফিক পরিশোধ করেছেন এবং এর ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন তাদের**

অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে সহায়তার ব্যবস্থা করা হলে তারা উৎসাহিত হবেন এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

শ্রমঘন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য দেশে Backward Linkage Industry গড়ে তোলার জন্য সরকারকে দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এছাড়াও আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিক হারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫. <u>দেশের বিভিন্ন প্রান্তে EPZ ও SEZ প্রতিষ্ঠা</u> ঃ শিল্পায়নের মূল চাবিকাঠি হলো **অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অবকাঠামো তৈরি**, এর ক্রমাগত মান উন্নয়ন এবং উন্নত সেবাপ্রাপ্তি। **EPZ ও SEZ ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন**। প্রান্তিক এলাকায় কৃষি নির্ভর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পাঞ্চল স্থাপন এবং বিদ্যমান ইপিজেডগুলোতে শিল্পায়নের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সহায়তা ও উৎসাহদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সাথে স্বল্পোন্নত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। **EPZ ও SEZ এর সাথে Freight Train'- সংযোগ স্থাপন করতে হবে। EPZ ও SEZ** এ বেসরকারি বিনিযোগকে আরো উৎসাহীত করতে হবে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, যথাসংখ্যক SEZ গড়ে তোলা হলে দেশে অন্তত প্রায় ১৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ দাড়াবে প্রায় ২৫০ কোটি ডলার। তাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে।

৬. <u>বিদেশী বিনিয়োগ</u> ঃ বাংলাদেশ, প্রায় গত দশ বছর ধরে একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ক্রমবর্ধমান। **কিন্তু শিগ্‌গিরই দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে।**

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের ধীর গতি, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অবকাঠামোগত সমস্যা, উচ্চমাত্রার সুদের হার সহ ইত্যাদি কারণে গত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে না। তাই **২০১৫ সালে মোট জিডিপির ৩২ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ উন্নয়নের** যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য **সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশকে বিনিয়োগ বান্ধব করার জন্য বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে হবে। এর পাশাপাশি দেশে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করার জন্য জোরদার পদক্ষেপ নিতে হবে।**

৭. **যোগাযোগ** ঃ শিল্প উন্নয়নে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে মংলা ও পায়রা বন্দরকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। **আমরা মনে করি 'Freight Train'-এর সুযোগ-সুবিধা আরোও বৃদ্ধি করতে হবে।**

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে এখানে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করা গেলে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের মধ্যে 'Regional Hub' হিসেবে অতি দ্রুত আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। এর ফলে পণ্য পরিবহনে ব্যয় হ্রাস পাবে। আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন ও মায়ানমারসহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। **ভোলায় প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প এলাকায় যোগাযোগ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।**

৮. **BSTI এর আধুনিকায়ন** ঃ দেশের সকল পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মাণসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত পরীক্ষাগার একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে BSTI। বিশ্বের অন্য কোন দেশে BSTI এর পরীক্ষামান স্বীকৃত না হওয়ায় BSTI কর্তৃক পরীক্ষিত পণ্য Foreigen Acredation Body এর দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ্য। **তাই এ সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়াকে আরো সহজতর ও স্বচ্ছ করার জন্য** BSTI **সহ বুয়েট,** BCSIR, Bangladesh Atomic Energy Commission **এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তাদের সার্টিফিকেট ইস্যু করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।** সেই সাথে BSTI-কে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে জোর আবেদন জানাচ্ছি।

৯. **Intellectual Property সংরক্ষণ** ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের DPDT অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industrial Design নিবন্ধন, Trade Mark এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য Trade Mark নিবন্ধন এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা। **ঢাকা চেম্বার মনে করে, দেশীয় শিল্প রক্ষার জন্য এ সকল অধিদপ্তরগুলোকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।**

১০. **Automobile এবং Automotive শিল্প** ঃ প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার অটোমোটিভ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমদানির পরিবর্তে দেশেই মটরপার্টস উৎপাদন এবং মটরগাড়ি সংযোজন শিল্পে বিনিয়োগের উৎসাহী করতে হবে। আর এমন হলে দেশ আমদানি বিকল্প গাড়ি উৎপাদনের পাশাপাশি মটর পার্টস রপ্তানিতেও সক্ষম হবে। অটোমোবাইল শিল্পের জন্য যে Policy Guideline এবং Roadmap গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে হবে। অটোমোটিভ শিল্পকে জাহাজ শিল্পের ন্যায় একটি আলাদা শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এ শিল্পের বিকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

১১. <u>কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র</u> ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের শর্ত মোতাবেক **কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতি তিন মাস পর পর বায়ু/পানি পরীক্ষার জন্য সরাসরি ফি জমা দিয়ে আবেদন করলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগারের লোকবল স্বল্পতার কারণে যথাসময়ে অর্থাৎ নিয়মিত প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ু/পানি পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, যা নিরসন হওয়া দরকার।**

শিল্প কারখানার জন্য Air Quality Standard/SPM ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটারের পরিবর্তে ২০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটার প্রতি ৮ ঘন্টায় নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কোনভাবেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় **পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ প্রতি ৮ ঘন্টায় Air Quality Standard/SPM ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘন মিটার বহাল রাখতে হবে।** এই সমস্যা নিরসন না করলে অধিকাংশ কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত থেকে যাচ্ছে এবং কারখানাগুলি নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। **প্রতিটি শিল্প-কারখানার জন্য আলাদা আলাদা ETP Plant স্থাপন না করে, প্রতিটি শিল্প অঞ্চলের জন্য সরকারি সহায়তায় একটি সামগ্রিক ETP Plant স্থাপন করা প্রয়োজন।**

১২. <u>শিল্পায়নে নতুন ও উদ্ভাবনী পণ্যের ব্যবহার</u> ঃ শিল্প-উন্নয়নে নতুন ও উদ্ভাবনী পণ্যের বিকাশ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র তৈরি পোষাক নির্ভর রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে ঝুঁকি রয়েছে তা লাঘব করার জন্য নতুন ও উদ্ভাবনী খাত খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য এবং ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবন রহস্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নে এ শিল্পের বিকল্প ব্যবহারের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্য সব রকমের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। আমরা সম্ভাবনাময় শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং নীতি সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারকে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক।

১৩. <u>**Action Plan প্রণয়ন**</u> ঃ সাম্প্রতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক দিক বিবেচনায় ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে সরকার স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী একটি **Comprehensive Action Plan** তৈরী করতে পারে, যাতে ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরে আসে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আমরা এ ক্ষেত্রে সরকারকে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিতে চাই।

১৪. <u>বাংলাদেশ ব্রান্ডিং</u> ঃ বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখনও 'সস্তা শ্রমিক' হিসেবেই পরিচিত। **দেশ এখন মধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়ার পথে থাকলেও শ্রমিকদের সস্তা মূল্যকেই আমরা বিশ্বের কাছে প্রচার করে যাচ্ছি।** এ দেশের উদ্যোক্তারা যেমন এই শ্রমিক ব্যবহার করে মুনাফা করছেন, তেমনি বিদেশি ক্রেতারাও করছেন। প্রবৃদ্ধির গতিধারা বজায় রাখতে হলে এখন আর শুধু সস্তা শ্রমের উপর নির্ভর করলে চলবে না দরকার দক্ষ শ্রমশক্তি। এর প্রতিফলন না ঘটলে শিল্পায়ন

বাধাগ্রস্ত হবে । তাই আমাদের বলা উচিত বাংলাদেশ কোন সস্তা শ্রমিকের দেশ নয় বরং **"দক্ষ, অর্ধ-দক্ষ এবং প্রতিযোগী শ্রমিক"** এর দেশ ।

১৫. **"DCCI Help Desk" স্থাপন** ঃ ডিসিসিআই'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্য "DCCI Help Desk" স্থাপন করা হয়েছে। ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক থেকে আরজেএসসি সংক্রান্ত সকল অনলাইন সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। এ Help Desk থেকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি খুঁজে পাবেন। আমরা আশা করি **শিল্প মন্ত্রণালয় "DCCI Help Desk" এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন**। বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে Industry Support Service -এর বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ "DCCI Help Desk" এর মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

মাননীয় মন্ত্রী,

আজকের এ সভা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর নব-নির্বাচিত পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশে শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পক্ষ হতে যে কোন প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

হোসেন খালেদ, সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।